**মনসান্ত টেকনোলজি এল. এল. সি. থ্রু দ্য অথোরিসড রিপ্রেজেন্টেটিভ সর্বশ্রী নাটালিয়া ভরুজ এবং অন্যান্য**

**বনাম**

**নুজিভেডু সিডস লিমিটেড থ্রু দ্য ডিরেক্টর এবং অন্যান্য**

**(২০১৮ সালের দেওয়ানি আবেদন নম্বর ৪৬১৬-৪৬১৭)**

**জানুয়ারী ০৮,২০১৯**

**[বিচারপতিদ্বয় আর. এফ. নরিম্যান এবং নাভিন সিনহা,]**

কোড অফ দেওয়ানি প্রসিডিউর, ১৯০৮:

ধারা ৯-মামলা/পাল্টা দাবি-বিচার-বিচার পদ্ধতি-আসামীদের বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে মামলা, নিবন্ধিত পেটেন্ট লঙ্ঘন করে তাদের নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা-এছাড়াও আবেদন দাখিল করে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়েছে। সি. পি. সি-র ১ম ও ২য় বিভাগ-বাদীরা পেটেন্ট আইনের ধারা ৬৪-এর অধীনে পেটেন্ট প্রত্যাহারের জন্য লিখিত বিবৃতি এবং পাল্টা দাবি দায়ের করেছেন-হাইকোর্টের একক বিচারক নিষেধাজ্ঞার আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পর্যবেক্ষণ করেছেন যে পেটেন্ট দাবির প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি একটি বিষয় ছিল যা আবেদনগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে পরীক্ষা করা উচিত এবং প্রমাণ যুক্ত করা হয়েছিল, যা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে মন্তব্যের যোগ্য ছিল না-একক বিচারক পাল্টা দাবির বিষয়ে নোটিশ জারি করেছিলেন-উভয় পক্ষের আবেদন-হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আসামীদের পাল্টা দাবি মঞ্জুর করার সময় বাদীদের দাবি খারিজ করে দেয়-আবেদনে বলা হয়েছেঃ পেটেন্ট আইনের ধারা ৬৪ অবশ্যই মামলা এবং পাল্টা দাবির দাবির বৈধ বিবেচনাকে আইন অনুসারে অনুমান করে এবং বিমূর্ত প্রমাণ ছাড়াই সংক্ষিপ্ত বিচার নয়-সি. পি. সি-র ৯ ধারার অধিনে একটি বিশদ পদ্ধতি প্রদান করে যা মামলা/প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বিস্তারিত পদ্ধতি প্রদান করে। পাল্টা দাবি সহ বিবেচনা ও বিচার করতে হবে-হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের একক বিচারপতির এখতিয়ার দখল করে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে পাল্টা দাবি পরীক্ষা করা উচিত ছিল না-বিশেষজ্ঞ প্রমাণের প্রয়োজন এমন একটি প্রযুক্তিগতভাবে জটিল মামলার সংক্ষিপ্ত রায়, তাও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পর্যায়ে,

কাম্য বা অনুমোদিত নয়-ডিভিশন বেঞ্চের অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশের বৈধতা পরীক্ষা করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত ছিল-মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, নিষেধাজ্ঞার ত্রাণের প্রকৃতি যথাযথ ছিল এবং মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন কোনও হস্তক্ষেপের যোগ্য ছিল না-বিষয়টি একক বিচারক-পেটেন্ট আইন, ১৯৭০-এর ৩ (ঞ) এবং ৬৪-এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।

আবেদন নিষ্পত্তি করে, আদালত

বলেঃ ১. পেটেন্ট আইনের ৬৪ ধারায় একটি মামলার পাল্টা দাবির ভিত্তিতে পেটেন্ট প্রত্যাহারের বিধান রয়েছে। এটি অবশ্যই মামলা এবং পাল্টা দাবির বৈধ বিবেচনার জন্য আইন অনুসারে অনুমান করে এবং কেবল পাঠ্য বইয়ের উপর ভিত্তি করে বিমূর্ত বিবেচনার মাধ্যমে প্রমাণ ছাড়াই সংক্ষিপ্ত রায় নয়। দেওয়ানি প্রসিডিউর কোডটি ধারা ৯ এর অধীনে প্রবর্তিত মামলাটি কীভাবে বিবেচনা ও বিচার করতে হবে সে সম্পর্কে একটি বিশদ পদ্ধতি সরবরাহ করে, পাল্টা দাবি সহ। সিপিসি বিষয়গুলির নিষ্পত্তি, নথিগুলির আবিষ্কার/পরিদর্শন সহ পক্ষগুলির দ্বারা সাক্ষীদের পরীক্ষা এবং ক্রস-পরীক্ষার মাধ্যমে একটি পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করে, যা মামলা এবং ডিক্রিটির শুনানিতে শেষ হয়। একটি মামলা প্রাথমিক পর্যায়ে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে, শুধুমাত্র সিপিসির অর্ডার ১২ রুল ৬ এর অধীনে একটি ভর্তির উপর বা যখন পক্ষগুলি অর্ডার ১৬ রুল ১ এবং অন্যান্য ভিত্তিতে ইস্যুতে না থাকে। [আনুচ্ছেদ ২৩] [১৫৮-ডী-ই]

২. হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের উচিত ছিল না শুধুমাত্র পাবলিক ডোমেইন থেকে বের করা নথির উপর নির্ভর করে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে মামলাটি নিষ্পত্তি করা, এমনকি মামলায় প্রদর্শনী হিসাবে দাখিল না করা, বর্তমান মামলার তথ্যে বিশেষজ্ঞ সাক্ষীদের অনেক কম পরীক্ষা করা। উত্থাপিত বিষয়গুলি জটিল ছিল যার জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া, জৈব রাসায়নিক, জৈব প্রযুক্তিগত এবং মাইক্রো-জৈবিক প্রক্রিয়া এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একবার ঢোকানো নিউক্লিক অ্যাসিড সিকোয়েন্স বৈশিষ্ট্যটি সেই জাত থেকে সরানো যেতে পারে কিনা এবং পেটেন্ট করা ডিএনএ সিকোয়েন্সটি একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের একটি অংশ ছিল কিনা ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত এবং বিশেষজ্ঞ প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। আবার সমস্ত বিষয় যা মামলার চূড়ান্ত শুনানিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল। [আনুচ্ছেদ ২৩] [১৫৮-এফ-এইচ]

অলকা গুপ্ত বনাম নরেন্দ্র কুমার গুপ্ত (২০১০) ১০ এস. সি. সি ১৪১: [২০১০] ১ এস. সি. আর ৭৫৬-এর উপর নির্ভরশীল।

৩. ডিভিশন বেঞ্চের একক বিচারপতির এখতিয়ার দখল করে প্রক্রিয়া দাবির পেটেন্টযোগ্যতার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাল্টা দাবিটি পরীক্ষা করা উচিত ছিল না। একটি প্রযুক্তিগতভাবে জটিল মামলার সংক্ষিপ্ত রায়, যার জন্য বিশেষজ্ঞ প্রমাণের প্রয়োজন হয়, নিষেধাজ্ঞার পর্যায়েও, অবশ্যই পছন্দসই বা অনুমোদিত ছিল না। মামলাটিতে পেটেন্টযোগ্যতা এবং পেটেন্ট বাদ দেওয়ার বিষয়ে আইন ও তথ্যের জটিল মিশ্র প্রশ্ন জড়িত ছিল যা প্রমাণের ভিত্তিতে মামলায় পরীক্ষা করা যেতে পারে। [আনুচ্ছেদ ২২][১৫৮-এ-সি]

৪. ডিভিশন বেঞ্চের কেবলমাত্র একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশের বৈধতা পরীক্ষা করার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত ছিল। মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার স্বরূপটি যথাযথ ছিল এবং মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন কোনও হস্তক্ষেপের যোগ্য ছিল না। ২৮.০৩.২০১৭ তারিখের একক বিচারকের আদেশ পুনরুদ্ধার করা হয় এবং মামলাটি আইন অনুসারে নিষ্পত্তির জন্য একক বিচারকের কাছে প্রেরণ করা হয়। [আনুচ্ছেদ ২৫, ২৬][১৫৯-জি; ১৬০-এ]

গুয়োউ ইটি.এএল-দ্বারা "মার্কার-অ্যাসিস্টেড রিকারেন্ট ব্যাকক্রসিং ইন কাল্টিভার ডেভেলপমেন্ট"-উল্লেখ করা হয়েছে।

কেস আইন রেফারেন্স

[২০১০] ১ এস. সি. আর ৭৫৬ নির্ভর করে অনুচ্ছেদ ২৪

দেওয়ানি আবেদন এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের দেওয়ানি আবেদন নম্বর ৪৬১৬-৪৬১৭।

২০১৭ সালের এফএও (ওএস) (সিওএমএম) নং ৮৬ এবং ২০১৭ সালের এফএও (ওএস) (সিওএমএম) নং ৭৬-এ নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের ১১.০৪.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সহ

২০১৯-এর দেওয়ানি আবেদন নম্বর ১৮৮,১৮৯-১৯০ এবং ১৯১-১৯২।

ডঃ এ. এম. সিংভি, নীরজ কিষাণ কৌল, কপিল সিবাল, সঞ্জীব সেন, অরবিন্দ পি. দাতার, কে. ভি. বিশ্বনাথন, শ্যাম দিওয়ান, জয়ন্ত ভূষণ, কৃষ্ণন ভেনুগোপাল, রানা মুখার্জি, শ্যাম দিওয়ান, এন. কে. কৌল,

প্রবীণ আইনজীবী, প্রবীণ আনন্দ, মহেশ আগরওয়াল, ঋষি আগরওয়ালা, শ্রীমতি অর্চনা শঙ্কর, ধ্রুব আনন্দ, শ্রাবণ চোপড়া, করণ লুথরা, বিষ্ণু তল্লাপ্রগাদা, শুভ কুলশেখর, আদর্শ রামানুজন, আর. ভি. প্রভাত, বিভব মিতাল, শ্রীমতী উদিতা পাত্রো, শ্রীমতী শ্রুতি অরোরা, ডঃ নীতি উইলসন, আজিম স্যামুয়েল, অবিশকর সিংভি, শ্রীমতী গীতিকা সুরি, ই. সি. আগরওয়ালা, প্রবীণ-আনন্দ, আর. এন. করঞ্জাওয়ালা, শ্রীমতী রুবি সিং আহুজা, শ্রীমতী দীপ্তি সারিন, সঞ্জিত রঞ্জন, শ্রীমতী অর্চনা শঙ্কর, ধ্রুব আনন্দ, শ্রাবণ চোপড়া, শ্রীমতী মানিকঞ্জলা করঞ্জাওয়ালার জন্য। রেজ এ ভার্গিস, তুষার ভূষণ, রঞ্জন কুমার পান্ডে, সন্দীপ বিষ্ট, মিস লিজ ম্যাথিউ, জিতেন্দ্র কুমার, রাম কৃষ্ণ, আদিত্য ধর, অনুজ তিওয়ারি, রাহুল কুমার, ঋত্বিক সহায়, আদিত্য শর্মা, প্রণীত প্রণব, মিস অঙ্কিতা চৌধুরী রাঠি, সন্তোষ কুমার, নচিকেতা যোশী, গুঞ্জন সিং, সত্য মিত্র, অমর দাভে-পি. এস. সুধীর, ঋষি মহেশ্বরী, মিস অ্যান ম্যাথিউ, মিস পূজা কাটারা, মিস অপর্ণা কারির, সেন্থিল জগদিশন, মিস সোনাক্ষী মালহান, মিস সুরিতি চৌধুরী, মিস মৃণাল কানওয়ার, সত্য বিক্রম, অভিষেক সাকেত, মিস শাহানা ফারাহ, মনীশ মধুকোর, রাহুল দুবে, এম. হক, চিত্রাল গম্ভীর, প্রনব গুপ্ত, শ্রীমতী ভিখা গুপ্তা, শ্রীমতী জিখা সিং, শ্রীমতী সজনি সিং, দীপক পাণ্ডে, শ্রীমতী দীপক পাণ্ডে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

**নাভিন সিনহা,বিচারপতি** ১. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২. ২০১৬ সালের দেওয়ানি আবেদন নং ১৩২-এ আবেদন/বাদীরা বাদীদের নিবন্ধিত পেটেন্ট নম্বর ২১৪৪৩৬ লঙ্ঘন করে এবং পেটেন্টযুক্ত প্রযুক্তি বহনকারী বীজ/হাইব্রিড বীজ বিক্রি বা ব্যবহার থেকে বিবাদীদের আরও বাধা দেওয়ার জন্য বাদীদের নিবন্ধিত পেটেন্ট লঙ্ঘন করে অ্যাকাউন্ট জমা দেওয়ার পাশাপাশি পক্ষগুলিকে সুবিধার্থে মূল মামলায় তাদের অবস্থান দ্বারা উল্লেখ করা হবে।

৩. বাদীগণ তাঁদের পেটেন্ট বা স্বত্বাধিকার বলে বিবাদীদের সাথে ২১.০২.২০০৪ তারিখে প্রাথমিক দশ বছর মেয়াদের জন্য একটি উপ-লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এই চুক্তিটি বিবাদীদের বাদীপক্ষের প্রযুক্তির সহায়তায় "জিনগতভাবে পরিবর্তিত সংকর তুলা রোপণ বীজ" উদ্ভাবন করার এবং চুক্তিতে নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে সেটির বাণিজ্যিক ব্যবহারের অধিকার প্রদান করেছিল। চুক্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্বাধিকারপ্রাপ্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের বিনিময়ে বিবাদীগণ কর্তৃক লাইসেন্স ফি বা বৈশিষ্ট্য মূল্য প্রদানের বিধানও ছিল। চুক্তিটি বর্ধিত করার পর, শেষ পর্যন্ত রাজ্য কর্তৃক প্রবর্তিত পরবর্তী মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লাইসেন্স ফি বা বৈশিষ্ট্য মূল্য প্রদান সংক্রান্ত বিরোধের কারণে ১৪.১১.২০১৫ তারিখে বাদীগণ এটি বাতিল করেন, যা বিবাদীগণ বাদীপক্ষকে মেনে চলতে বাধ্য করেছিলেন। চুক্তি বাতিল হওয়ার প্রেক্ষাপটে, মামলার বিচার চলাকালীন নিবন্ধিত পেটেন্ট লঙ্ঘন করে বিবাদীগণ যাতে তাঁদের নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক ব্যবহার করতে না পারেন, সেজন্য বাদীগণ দেওয়ানি কার্যবিধির (অতঃপর 'বিধি' হিসেবে উল্লিখিত) ৩৯ আদেশের ১ ও ২ বিধির অধীনে একটি নিষেধাজ্ঞার আবেদন দাখিল করেন।

৪. বিবাদীগণ তাঁদের লিখিত বিবৃতিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দাবি করেন যে, তাঁদের অধিকার 'উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও কৃষক অধিকার আইন, ২০০১' (অতঃপর 'পিপিভিএফআর আইন' হিসেবে উল্লিখিত) এর অধীনে সংরক্ষিত। মামলাভুক্ত পেটেন্টটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল কারণ ১-২৪ নম্বর দাবিগুলো ছিল জিন প্রকৌশল বা জৈবপ্রযুক্তি পদ্ধতি সম্পর্কিত "প্রক্রিয়া দাবি", যার মাধ্যমে গবেষণাগারের পরিস্থিতিতে দাবি ২৫-২৭ অনুযায়ী একটি উদ্ভিদ কোষে "নিউক্লিক অ্যাসিড সিকোয়েন্স" (এনএএস) প্রবেশ করানো হয়, যা বিবাদীগণ কর্তৃক গৃহীত সম্পূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন। এনএএস ছিল একটি রাসায়নিক গঠন যা নিজে থেকে বংশবৃদ্ধি করতে অক্ষম এবং তাই এটি কোনো অণুজীব ছিল না। শুধুমাত্র একটি উদ্ভিদ বা জীবিত প্রাণীর মধ্যে প্রবেশের পরেই এটি সেই জীবিত প্রাণীর মধ্যে বিটি-বৈশিষ্ট্য (কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ ক্ষমতা) সঞ্চার করে। বিবাদীগণ ২০১৬ সালের ৫১ নম্বর একটি পাল্টা দাবিও দায়ের করেন, যেখানে তাঁরা পেটেন্ট আইনের (অতঃপর "আইন" হিসেবে উল্লিখিত) ৬৪ ধারার অধীনে ডিএনএ সিকোয়েন্স সম্বলিত উদ্ভিদ ও বীজের ক্ষেত্রে আইনের ৩(জে) ধারা লঙ্ঘনের দায়ে উক্ত পেটেন্টটি বাতিলের প্রার্থনা করেন এবং কোনো প্রকার স্বত্ব লঙ্ঘনের বিষয় অস্বীকার করেন।

৫. বিজ্ঞ একক বিচারক ২৮.০৩.২০১৭ তারিখে বাদীপক্ষের নিষেধাজ্ঞার আবেদনটি নিষ্পত্তিকালে পর্যবেক্ষণ করেন যে, মামলায় উদ্ভূত বিষয়গুলোর জন্য অবশ্যই আনুষ্ঠানিক প্রমাণ, বিশেষ করে বিশেষজ্ঞের মতামতের প্রয়োজন, যা পেটেন্টের মতো জটিল বিষয়ে একটি পেটেন্ট দাবির নির্দিষ্টকরণ দ্বারা প্রদত্ত একচেটিয়া অধিকারের পরিধি নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেটেন্ট দাবির প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি আরও বেশি ছিল

যথাযথভাবে একটি বিষয় তদন্ত করার জন্য আবেদনপত্র সম্পূর্ণ হওয়ার পরে এবং উদ্ভূত বিষয়গুলির উপর প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার পরে, যা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে মন্তব্যের যোগ্য ছিল না। আইনের ৪৮ ধারার অধীনে নিবন্ধিত বিদ্যমান পেটেন্ট বিবেচনা করে, এটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালীন পক্ষগুলি সাব-লাইসেন্স চুক্তির অধীনে তাদের নিজ নিজ বাধ্যবাধকতার দ্বারা আবদ্ধ থাকবে এবং বিবাদী দ্বারা প্রদেয় লাইসেন্স ফি/বৈশিষ্ট্য মূল্য কার্যকর আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। বিদ্বান একক বিচারক একই সাথে কেবল ২০১৬ সালের পাল্টা দাবি নং ৫১-এর উপর নোটিশ জারি করেছিলেন। অতএব ২৮.০৩.২০১৭ তারিখের নিষেধাজ্ঞার আদেশ পাল্টা দাবি নিয়ে কাজ করেনি বা বিবেচনা করেনি। এটি প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে ২০০৪ সাল থেকে আসামীদের একটি সাব-ডিগ্রি লাইসেন্সের সুবিধা ছিল, এই যুক্তিতে অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল যে তারা মামলা পেটেন্ট বা নিবন্ধিত ট্রেডমার্কের সাথে দাবি করা বিধিবদ্ধ সুরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তির অধীনে বাধ্যবাধকতাগুলির দ্বারা আবদ্ধ ছিল না। প্রাথমিকভাবে মতামত দেওয়া হয়েছে যে ১৪.১১.২০১৫-এ বাদীদের দ্বারা উপ-লাইসেন্স চুক্তির সমাপ্তি বিধিবদ্ধ মূল্য নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল, সমাপ্তি কোনও পরিণতির নয় বলে মনে করা হয়েছিল।

৬. ক্ষুব্ধ হয়ে বাদী এবং বিবাদী উভয়ই আবেদন পছন্দ করেন। ডিভিশন বেঞ্চ বাদীদের আবেদন খারিজ করে দিয়ে আইনের ৩ (ঞ) ধারার অধীনে পেটেন্ট বাদ দেওয়ার বিষয়ে বিবাদীদের যুক্তি বহাল রাখে এবং বাদীরা পিপিভিএফআর আইনের অধীনে নিবন্ধনের দাবি করতে স্বাধীন ছিলেন, কারণ দুটি আইন পরিপূরক ছিল না, তবে আইনের ৩ (ঞ) ধারার অধীনে আসা সমস্ত প্রক্রিয়া এবং পণ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ছিল। ফলস্বরূপ, বিবাদীদের পাল্টা দাবি সফল হয়েছিল। তবে, ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য ত্রাণের দাবির ক্ষেত্রে মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বাদীদের আইন অনুসারে বিবাদীদের দ্বারা লাইসেন্স ফি/বৈশিষ্ট্য মূল্য প্রদান সহ উপ-লাইসেন্স চুক্তির অধীনে তাদের বাধ্যবাধকতা অব্যাহত রাখতে হবে।

৭. আমরা পক্ষগুলির পক্ষ থেকে প্রবীণ আইনজীবী ডঃ অভিষেক মনু সিংভি, শ্রী কপিল সিবাল, শ্রী নীরজ কৌল, শ্রী কে. ভি বিশ্বনাথন, শ্রী অরবিন্দ পি. দাতার, শ্রী জয়ন্ত ভূষণ, শ্রী কৃষ্ণন ভেনুগোপাল, শ্রী শাই আম সি দিওয়ান এবং শ্রী সঞ্জীব সেন এবং বিদ্বান আইনজীবী শ্রী প্রশান্ত ভূষণ এবং শ্রীমতী আনন্দিতা মিত্রের কথা শুনেছি।

৮. ডঃ অভিষেক মনু সিংভি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বাদীদের মামলাটি একটি বিদ্যমান এবং বৈধ পেটেন্ট লঙ্ঘন রোধ করার জন্য ছিল। পেটেন্টযোগ্যতার অভাব কখনই মামলায় কোনও সমস্যা ছিল না। বিবাদীরা

শুধুমাত্র লঙ্ঘন সম্পর্কিত প্রাথমিক ইস্যুকে অবৈধ করার জন্য পেটেন্টযোগ্যতার অভাবের যুক্তি দিয়েছিলেন। পেটেন্ট প্রত্যাহারের পাল্টা দাবিটি পেটেন্টযোগ্য নয় বলে যুক্তিযুক্ত একক বিচারক দ্বারা যুক্তি দেওয়া হয়নি বা রায় দেওয়া হয়নি। ২০১৬ সালের নং. ৫১ সহ পাল্টা দাবির উপর কেবল নোটিশ জারি করা হয়েছিল যখন সাব-লাইসেন্স চুক্তির সমাপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে ২০১৬ সালের নং. ৫০ সহ পাল্টা দাবি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। আইনের ধারা ৩ (ঞ) এর অধীনে পেটেন্টের অস্তিত্ব, পেটেন্ট বর্জন আইন এবং আনুষ্ঠানিক প্রমাণ এবং বিশেষজ্ঞ প্রমাণের প্রয়োজনীয় তথ্যের একটি ব্যাপক মিশ্র প্রশ্ন ছিল, যা মামলার শুনানিতে বিবেচনা করা উচিত, যা একক বিচারক যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিবাদীরা তাদের আবেদন স্মারকলিপিতে নিজেদের যুক্তি দিয়েছিলেন যে পেটেন্টের অস্তিত্ব এবং/অথবা এর প্রত্যাহার সম্পর্কিত বিষয়টি পণ্ডিত একক বিচারক দ্বারা সংক্ষিপ্তভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত না কারণ এগুলি এমন বিষয় যা প্রমাণের প্রয়োজন ছিল এবং কেবল মামলার চূড়ান্ত বিচারে বিচার করা যেতে পারে। বাদীর দাবিগুলি কেবল ২৫-২৭ এর অধীনে ছিল। প্রক্রিয়া দাবিগুলি ১-২৪ কখনও একক বিচারকের সামনে বিবেচনার বিষয় ছিল না এবং তবুও ডিভিশন বেঞ্চ একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে এবং প্রক্রিয়াটিকে খারাপ বলে দাবি করে।

৯. বাদীরা কখনই তার পেটেন্টের বৈধতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রায় দিতে রাজি হননি। ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা উল্লিখিত সম্মতিটি কেবলমাত্র বাদীদের পেটেন্ট লঙ্ঘন করা হয়েছে কি না তা নির্ধারণ করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, পাশাপাশি পেটেন্টের সুযোগও দেওয়া হয়েছিল, যাতে নিষেধাজ্ঞার স্বস্তি দেওয়া বা অস্বীকার করা যায়। এটি বোধগম্য নয় যে আইনের অধীনে বৈধ নিবন্ধিত পেটেন্টধারী বাদীরা তবুও পেটেন্টের সংক্ষিপ্ত বিবেচনা এবং বৈধতা/অকার্যকরতার সাথে সম্মত হতেন। পেটেন্টটি ডিএনএ গঠন বা তিনটি ভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত নিউক্লিওটাইড ক্রম নিয়ে গঠিত। (i) একজন প্রবর্তক (ii) সিআরওয়াই২এবি ৫-এন্ডোটক্সিন উৎপাদনের জন্য একটি মানবসৃষ্ট জিন এবং (iii) ট্রানজিট পেপটাইড উৎপাদনের জন্য একটি তৃতীয় উপাদান ৬. এইভাবে তৈরি ডিএনএ গঠন প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল না এবং একটি উদ্ভিদে ঢোকানোর পরে পোকামাকড় সহনশীল বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। একটি উদ্ভিদ পরবর্তী "ফিউশন প্রোটিন" হিসাবে উত্পাদিত হয় যা সিআরওয়াই২এবি এস-এন্ডোটক্সিন ৭ ট্রানজিট পেপটাইডের সাথে আবদ্ধ। বিষয় পেটেন্ট ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েন্সিস স্ট্রেনের ব্যবহার এবং সিআরওয়াই২এএ এবং সিআরওয়াই২এবি নামক দুটি জিনের বিকাশ দাবি করে। প্রতিটি জিন ক্রম কীটনাশক বৈশিষ্ট্য সহ প্রোটিন সংশ্লেষ করার ক্ষমতার জন্য পরিচিত। এনএএস একটি জীবন্ত জীব নয় বরং একটি পরীক্ষাগারে তৈরি একটি রাসায়নিক। "ঘটনা" যা একটি উদ্ভিদ কোষের জিনোমের একটি অনন্য স্থানে এনএএস-এর অবস্থান একটি পৃথক, পরবর্তী এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্ভাবন যার জন্য বাদীদের আছে

একটি ভিন্ন পেটেন্ট নম্বর ২৩২৬৮১ অর্জন করেছে এবং যা বর্তমান মামলার সাবজেক্ট বিষয় নয়। এই মামলায়, উদ্ভাবনটি হলো এনএএস এবং এই উদ্ভাবনের লক্ষ্য হলো একটি উদ্ভিদ কোষে এর ব্যবহার। এনএএস-এর বৈশিষ্ট্যই উদ্ভিদকে তার কোষের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিষাক্ত প্রোটিন তৈরি ও বিন্যস্ত করতে সাহায্য করে, যাতে পুরো উদ্ভিদ জুড়ে কীটনাশক হিসেবে কার্যকর মাত্রায় বিষাক্ত প্রোটিন বিদ্যমান থাকে এবং তা সত্ত্বেও কৃষিগতভাবে স্থিতিশীল উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। গুয়োইউ এবং অন্যান্যদের লেখা "কাল্টিভার ডেভেলপমেন্টে মার্কার-অ্যাসিস্টেড রিকারেন্ট ব্যাকক্রসিং" এর ওপর ভিত্তি করে এটি উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, একটি এনএএস জিন একবার উদ্ভিদে প্রবেশ করালে তা অপসারণযোগ্য এবং এটি উদ্ভিদের জিনোমের অংশ হয়ে যায় না, ফলে এর স্বত্বযোগ্য বৈশিষ্ট্য হারায় না। এগুলো বিশেষজ্ঞের প্রমাণের ভিত্তিতে মামলার বিচারে বিবেচ্য বিষয় ছিল।

১০. বিবাদীপক্ষের পক্ষে শ্রী বিশ্বনাথন এবং শ্রী দাতা সরাসরি এবং পরস্পরবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন যে ২৫-২৭ নম্বর দাবিগুলো হলো পণ্য সংক্রান্ত দাবি, অর্থাৎ উদ্ভিদের অংশ, এবং পরবর্তীতে দাবি করেছেন যে উক্ত দাবিগুলো মূলত জৈবিক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত দাবি। ১-২৪ নম্বর দাবিগুলো মূলত জৈবিক প্রক্রিয়া হওয়ার কারণে ৩(জে) ধারার অধীনে বর্জিত নয়, কারণ এতে উল্লেখযোগ্য মানুষের হস্তক্ষেপ রয়েছে। ডঃ সিংভি অত্যন্ত সদ্ভাবে স্বীকার করেছেন যে তিনি উপ-লাইসেন্স চুক্তি বাতিলের বিষয়টি সমর্থন করার অবস্থানে নেই এবং লাইসেন্স ফি বা বৈশিষ্ট্য মূল্যের জন্য বাদীপক্ষের দাবি অবশ্যই সংবিধিবদ্ধ মূল্য ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বাদীপক্ষের স্বত্বাধিকারপ্রাপ্ত প্রযুক্তির বীজগুলো অন্যান্য অনুরূপ বীজের তুলনায় সর্বাধিক বিক্রিত ছিল। স্বত্ব লঙ্ঘনের জন্য কোনো ভারতীয় কৃষকের বিরুদ্ধে মামলা করার কোনো অভিপ্রায় বাদীপক্ষের নেই। সবশেষে এটি উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, এই আদালত হয় স্বত্ব সংক্রান্ত বিরোধ এবং এর লঙ্ঘন বিচারের জন্য পুরো বিষয়টি পুনরায় পাঠাতে পারেন, অথবা স্বত্ব সংক্রান্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি করে অন্যান্য বিষয়ের জন্য মামলাটি পুনরায় পাঠাতে পারেন।

১১. শ্রী কপিল সিব্বল যুক্তি দেন যে একটি রাসায়নিক/জিন/ডিএনএ গঠন কোনো উদ্ভিদ বৈচিত্র্য নয় এবং এটি পিপিভিএফআর (PPVFR) আইনের অধীনে সুরক্ষার যোগ্য নয়। একটি জিন উদ্ভিদ বৈচিত্র্য হতে পারে না এবং ধারা ২(জেডএ)-এর সাথে পঠিত ধারা ১৪ ও ১৫-এর পূর্বশর্তসমূহ পূরণ না হওয়ার কারণে এর নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করা হবে। একটি জিন "উদ্ভিদ গোষ্ঠীভুক্ত" বা "সর্বনিম্ন স্তরের একক উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাসের অন্তর্গত" হতে পারে না, যার সহজ অর্থ হলো এটি উদ্ভিদের সর্বনিম্ন স্তর অর্থাৎ কোনো প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। পিপিভিএফআর আইনটি ২০০৭ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে এবং গত ১১ বছরে এর অধীনে কোনো স্বত্ব লঙ্ঘনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বা কোনো নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায়নি। জৈব-প্রযুক্তি বিভাগ তাদের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে কৃষি-জৈবপ্রযুক্তির ভূমিকা স্বীকার করেছে।

এই দেশে কোটি কোটি মানুষের মুখকে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে এবং জৈব ও অজৈব চাপ মোকাবেলা করতে, উৎপাদনশীলতা ও পুষ্টির গুণমান বাড়াতে "নতুন জিন"-এর ভূমিকা পালন করতে হবে।

১২. শ্রী নীরজ কৌল বলেন যে পেটেন্টপ্রাপ্ত এনএএস ১ কোনও জৈবিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে না। প্রোমোটারের সঠিক মিশ্রণ, ক্রাই২এবি এন্ডোটক্সিন উৎপাদনের জন্য মানবসৃষ্ট জিন এবং ডিএনএ গঠনের দিকে পরিচালিত ট্রানজিট পেপটাইড উৎপাদনের জন্য ৩ টি উপাদান সম্পূর্ণরূপে মানুষের হস্তক্ষেপের সৃষ্টি। ডিভিশন বেঞ্চ ভুলভাবে আবিষ্কারটিকে উদ্ভিদের জাত বলে মনে করে। এটি কেবলমাত্র উদ্ভিদের জাত এবং বীজ যা পিপিভিএফআর আইনের আওতায় রয়েছে। পেটেন্ট আইন এবং পিপিভিএফআর আইন পারস্পরিক একচেটিয়া।

১৩. বিবাদীদের পক্ষ থেকে যুক্তিতর্কের নেতৃত্বদানকারী শ্রী বিশ্বনাথন বলেন যে, প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে বিবাদীদের দ্বারা জিনগতভাবে পরিবর্তিত তুলো রোপণের বীজ তৈরি এবং কৃষকদের কাছে বিক্রি করার ক্ষেত্রে কোনও পেটেন্ট অধিকার প্রয়োগ করা যাবে না। যদি বাদীদের পেটেন্ট অধিকার গৃহীত হয়, তবে জিনগতভাবে পরিবর্তিত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ বৌদ্ধিক সম্পত্তির জন্য পিপিভিএফআর আইনের অধীনে প্রদত্ত শাসন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হবে। বাদীদের দাবি মূলত একটি জাত বিকাশের জন্য "প্রজননকারী" ছিল এবং তাই এনএএস ধারণকারী এর দাতা বীজ পিপিভিএফআর আইনের অধীনে নিবন্ধিত ছিল এবং তারা এই ধরনের নিবন্ধনের পরে ধারা ২৬ এর অধীনে ভাগ করে নেওয়ার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী ছিল। আইনের ৩ (ঞ) ধারার অধীনে কোনও উদ্ভিদ, পি বা কোনও উদ্ভিদের অংশে কোনও পেটেন্ট মঞ্জুর করা যায় না। পেটেন্ট লঙ্ঘন বিশ্লেষণে দুটি পদক্ষেপ জড়িত থাকেঃ দাবি করা দাবির যথাযথ নির্মাণ এবং পণ্যটি যথাযথভাবে দাবি করা দাবি লঙ্ঘন করে কিনা তা নির্ধারণ করা। বাদীরা দাবি করেছেন যে পেটেন্ট কখনই একটি শিশি মধ্যে রাসায়নিক ক্রমের জন্য ছিল না। বাদীদের দাবি করা আবিষ্কারটি কেবল পূর্বের শিল্পের উন্নতি ছিল যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে এটি একটি উদ্ভিদকে প্লাস্টিকের সাথে স্থানীয়করণ করে এন্ডোটক্সিন প্রোটিনের উচ্চতর স্তরের অভিব্যক্তি উত্পাদন করার উপায় খুঁজে পেয়েছে যার ফলে পোকামাকড়ের সহনশীলতা হ্রাস পায় এবং একই সাথে অঙ্গসংস্থানগতভাবে স্বাভাবিক উদ্ভিদ উত্পাদন করে। বাদীদের প্রসিকিউশনের ইতিহাসের ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পরিবর্তিত বি. টি. তুলো বীজের অধিকার দাবি করতেও বাধা দেওয়া হয়েছিল। ডিভিশন বেঞ্চের আদেশটি সম্মতির ভিত্তিতে ছিল; বাদীদের পক্ষে এখন এর বিপরীতে লড়াই করার সুযোগ নেই।

১৪. শ্রী দাতার বলেন যে এনএএস-এর জন্য ২৫-২৭ দাবির "পণ্য" একটি রাসায়নিক এনএএস, কারণ যে কোনও রাসায়নিক যা -এর মধ্যে ঢোকানো হয় একটি

উদ্ভিদ সেই উদ্ভিদের বীজ এবং ভবিষ্যতের বংশধরদের কাছে প্রেরণ করতে সক্ষম নয় কারণ রাসায়নিকটি উদ্ভিদ নিজেই বিপাক করবে এবং কখনই তার বীজে প্রেরণ করা হবে না। আরও, এনএএস, দাবির শব্দের দ্বারা ২৫-২৭ নিজেই, একটি উদ্ভিদ জিন যা উদ্ভিদের একটি সহজাত, অভ্যন্তরীণ এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বোঝানো হয় কারণ এটি উপকোষীয় স্তরে বিদ্যমান। টিস্যু কালচারের জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিনের সাথে রূপান্তরিত হওয়ার পরে কোষটি একটি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে পরিণত হয় যা এই ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত বীজ উত্পাদন করে। অতএব, ২৫ থেকে ২৭ পর্যন্ত দাবি করে যদিও এটি কেবল একটি "জিন" প্রতিনিধিত্ব করে। উদ্ভিদের একটি অবিচ্ছেদ্য এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অংশ হিসাবে প্রকাশ পাবে এবং পেটেন্ট করা যাবে না। উদ্ভিদে ঢোকানো এনএএস জিনটি একটি অপরিবর্তনীয় জৈবিক প্রক্রিয়া দ্বারা উপ-কোষীয় স্তরে উদ্ভিদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এটি রূপান্তরিত উদ্ভিদের প্রতিটি কোষে বিদ্যমান। এটি কেবল উদ্ভিদে এন্ডোটক্সিন উত্পাদনই প্রকাশ করে না, বরং চিরস্থায়ীভাবে বংশধর উদ্ভিদে পরিণত হয়। এর ফলে এমন কোনও "পণ্য" হয় না যা একটি শিশি মধ্যে রাখা যায় এবং বিক্রি করা যায়। দাবিগুলি অবশ্যই এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে তাদের প্রত্যেককে কার্যকর অর্থ দেওয়া যায় তবে নির্দিষ্টকরণ এবং দাবিগুলি অবশ্যই একসাথে দেখা এবং বোঝা উচিত।

১৫. শ্রী জয়ন্ত ভূষণ বলেন যে, বাদীরা একটি শিশি দিয়ে এনএএস নিয়ে আসেননি এবং এনএএস সম্বলিত উদ্ভিদের বীজ আমদানি করেন। এই বীজগুলি পেটেন্ট দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না। ভারতীয় বীজ সংস্থাগুলিকে দাতা বীজ দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে ইতিমধ্যেই এনএএস/বি. টি ছিল। বৈশিষ্ট্যটি তাদের মধ্যে সংহত করা হয়েছিল এবং অঙ্কুরোদগম করতে সক্ষম ছিল। ভারতীয় বীজ সংস্থাগুলি যা করে তা হ 'ল বাদীদের একটি উদ্ভিদকে ভারতে চাষের জন্য উপযুক্ত তাদের মালিকানাধীন ভারতীয় জাতের উদ্ভিদ দিয়ে অতিক্রম করা, তৃতীয়/নতুন সংকর জাতের তুলোর জাত তৈরি করা যাতে বাদীদের জাত থেকে বি. টি বৈশিষ্ট্য থাকে যাতে তাদের নিজস্ব উন্নত টি জাত থেকে বলওয়ার্ম এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিরোধ করা যায়। যেহেতু ভারতীয় বীজ সংস্থাগুলি পৃথকভাবে এনএএস ব্যবহার করে না বা পেটেন্টে বর্ণিত পদ্ধতির মাধ্যমে কারখানায় এনএএস প্রবর্তনের পদ্ধতি ব্যবহার করে না, তাই পেটেন্টের কোনও লঙ্ঘন নেই। এনএএস ১ একটি মূলত জৈবিক প্রক্রিয়া যেখানে পেটেন্ট করা পণ্যটি আলাদাভাবে ব্যবহার করা হয় না বা কোনও উদ্ভিদে প্রবেশের পেটেন্ট প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় না, এনএএস ১ গুলি ভারতীয় বীজ সংস্থাগুলি তৈরি বা ব্যবহার করে না। একটি টেস্ট টিউবে জিন সিকোয়েন্সের পেটেন্ট পিপিভিএফআর আইনের ৩০ এবং ৩৯ ধারার অধীনে গুরুত্বপূর্ণ গবেষক এবং কৃষকদের অধিকারকে অস্বীকার/বাতিল করতে পারে না। ধারা ৩৯ কৃষকের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত যা তাকে আইনের অধীনে সুরক্ষিত একটি নিবন্ধিত জাত সহ তার খামারজাত পণ্য সংরক্ষণ, ব্যবহার, বপন এবং পুনরায় বপন করার অধিকার দেয়। শেষ পর্যন্ত * * জমা দেওয়া হয়েছিল যে যদি আদালত আদেশ বহাল রাখতে আগ্রহী নয়

ডিভিশন বেঞ্চে, নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন করে শুনানির জন্য বিষয়টি ডিভিশন বেঞ্চে পাঠানো হতে পারে কারণ ২৮.০৩.২০১৭ তারিখের নিষেধাজ্ঞা আদেশের সত্যতা কখনই ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা পরীক্ষা বা বিবেচনা করা হয়নি।

১৬. শ্রী দিওয়ান বলেন যে, বাদীদের পেটেন্ট দাবির ক্ষেত্রে কোনও উদ্ভাবনী পদক্ষেপ নেই, যতক্ষণ না কৃত্রিম এনএএস একটি উদ্ভিদে ঢোকানো হয় যাতে উদ্ভিদটি ডেল্টা এন্ডোটক্সিন উৎপাদন করতে শুরু করে যা বলওয়ার্মের জন্য বিষাক্ত। একটি উদ্ভিদের অংশ হওয়া এবং একটি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বিকাশ করা ছাড়া এনএএস-এর শিল্প প্রয়োগের কোনও ক্ষমতা নেই। পেটেন্ট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি উদ্ভাবনের প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা ইমপ্লান্ট পর্যায় পর্যন্ত অনুপস্থিত। উদ্ভাবনী গুণাবলী শুরু হয় যখন এনএএস ১ একটি উদ্ভিদ কোষ ১ এন ঢোকায় এবং সেই পর্যায়ের আগে নয়। একবার, এনএএস একটি উদ্ভিদ কোষে ঢোকানো হলে, ধারা ৩ (ঞ) এর অধীনে বর্জন প্রযোজ্য হয় এবং পিপিভিইএফআর আইন কার্যকর হয়।

১৭. শ্রী ভেনুগোপাল বলেন, এই আইনের ধারা ২ (ঞ) এবং ধারা ৩ (গ)-এর সংমিশ্রণে এটা স্পষ্ট যে, ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ (গবেষণাগারে রিকম্বিনেন্ট জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত) এবং প্রচলিত প্রজনন কৌশলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত উদ্ভিদ উভয়ের পেটেন্টযোগ্যতা বাদ দেওয়া হয়েছে, এমনকি যেখানে প্রাথমিকভাবে জিনগত কারসাজির মাধ্যমে একটি নতুন উদ্ভিদ, বৈচিত্র্য বা প্রজাতি তৈরি করা হয়, ততটাই যে উদ্ভিদ, বৈচিত্র্য বা প্রজাতির পরবর্তী উৎপাদন বা বিস্তার "মূলত জৈবিক প্রক্রিয়া"-র মাধ্যমে করা হয়, জৈবিক প্রক্রিয়াটি আইনের ধারা ৩ (ঞ)-এর অধীনে পেটেন্টযোগ্য হবে না। ধারা ৩ (ঞ)-এর অধীনে পেটেন্ট বর্জন প্রযোজ্য না হলেও, পেটেন্ট দাবি কখনই বাদীদের কৃষকদের বি. টি. জিনযুক্ত তুলো গাছের গাছ বা বীজ তৈরি, ব্যবহার, বিক্রি বা বিক্রি থেকে বিরত রাখার অধিকার দাবি করার অনুমতি দিতে পারে না। একটি কৃত্রিম জিনের পেটেন্ট এবং একটি উদ্ভিদের জিনোমে এটি ঢোকানোর প্রক্রিয়া, এমন একটি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৪৮-এর অধীনে অধিকার প্রয়োগের অধিকারী হবে না যার উপর কৃত্রিম জিন রয়েছে যার পেটেন্ট রয়েছে। আইনের ধারা ৪৮-এর অধীনে সুরক্ষা অন্যান্য জৈবপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে সক্ষম যা বি. টি প্রতিলিপি করতে চায়। জিন পণ্য বা সেই জিনটি তুলোর উদ্ভিদের জিনোমে ঢোকানোর প্রক্রিয়া। পেটেন্ট আইন এবং পিপিভিএফআর আইন উভয়েরই একটি যোগসূত্র রয়েছে যা কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করে যাতে তারা বীজের অত্যধিক হারের দ্বারা বোঝা না হয়।

১৮. হস্তক্ষেপকারীদের পক্ষ থেকে শ্রী প্রশান্ত ভূষণ, শ্রী সঞ্জীব সেন এবং শ্রীমতী আনন্দিতা মিত্র বলেন যে, এনএএস "শিল্প প্রয়োগ করতে সক্ষম" নয় যতক্ষণ না এটি উদ্ভিদ কক্ষের একটি অংশ হয়ে যায়

এটি উদ্ভিদ কোষ দ্বারা কাঙ্ক্ষিত প্রোটিন উৎপাদনের জন্য প্রতিলিপি, অনুবাদ এবং প্রতিলিপির জৈবিক প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। জীববৈচিত্র্য আইন যা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ভারতে ঘটে যাওয়া যে কোনও জৈবিক সম্পদের "ব্যবহার" নিষিদ্ধ করে এবং যার মধ্যে জিনগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ফসল ও গবাদি পশুর উন্নতির জন্য ব্যবহৃত জিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, জাতীয় জৈব বৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্বানুমোদন প্রয়োজন যা বাদীদের দ্বারা নেওয়া হয়নি। এনএএস শুধুমাত্র একটি উদ্ভিদকে একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করে যা একটি ট্রান্সজেনিক বৈচিত্র্যের বিকাশ ঘটায় যা দাতা বীজ তৈরি করে। বীজগুলি আইনের ধারা ৩ (ঞ)-এর অধীনে পেটেন্টযোগ্য নয় যদিও বাদীরা পিপিভিএফআর আইনের ধারা ২ (জ)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত পিপিভিএফআর আইনের বিধানের অধীনে সুবিধা ভাগ করে নেওয়ার অধিকারী হতে পারে। বাদীদের সি দাবির তাৎক্ষণিক পক্ষগুলির বাইরেও প্রভাব রয়েছে।

১৯. আমরা পক্ষগুলির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করেছি। যদিও প্রশ্নবিদ্ধ পেটেন্টের সাথে জড়িত তথ্য এবং প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া, আইন, পিপিভিএফআর আইন এবং পেটেন্ট নির্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে মামলা আইন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) অধীনে বাধ্যবাধকতা, শুল্ক ও বাণিজ্য সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি (জিএটিটি), বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকারের বাণিজ্য-সম্পর্কিত দিক (টিআরআইপিএস) চুক্তি, যা পেটেন্ট সংশোধনী আইন, ২০০২-এর দিকে পরিচালিত করে।

২০. পেটেন্ট দাবিগুলি ১-২৪ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত এবং দাবিগুলি ২৫-২৭ এনএএস নামক রাসায়নিক পণ্য সম্পর্কিত। বাদীদের মতে, পরেরটি একটি মানবসৃষ্ট ডিএনএ গঠন ছিল যা প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল না এবং অন্যথায় প্রকৃতিতে বিদ্যমান উদ্ভিদের অংশ ছিল না। ডিএনএ গঠনটি এমন একটি উদ্ভিদে ঢোকানো হয়েছিল যা উদ্ভিদকে পোকামাকড় সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। এটি তিনটি ভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত ১. অর্থাৎ (১) একটি প্রবর্তক, (১১) ক্রাই২এবি ৫-এন্ডোটক্সিন উৎপাদনের জন্য একটি জিন এবং (১১১) ট্রানজিট পেপটাইড উৎপাদনের জন্য একটি তৃতীয় উপাদান। এই তিনটির মধ্যে, ক্রাই২এবি ৫-এন্ডোটক্সিন একটি মানবসৃষ্ট জিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নিউক্লিক অ্যাসিড ক্রমটি তারপর একটি নির্দিষ্ট স্থানে উদ্ভিদের কোষে ঢোকানো হয় যার ফলে "একটি ফিউশন প্রোটিন" তৈরি হয় যা ক্রাই২এবি ৫-এন্ডোটক্সিন ৭-ট্রানজিট পেপটাইডের সাথে আবদ্ধ করে। এই ক্ষেত্রে একটি ফিউশন প্রোটিনের উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ

উদ্ভিদের মধ্যে প্রযুক্তিকে কার্যকর করার জন্য। ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েন্সিস/স্ট্রেন এই ধরনের ফিউশন প্রোটিন তৈরি করে না। এটি বাদীদের দাবি যে এটি কেবল তার প্রযুক্তি যা একটি তুলো উদ্ভিদকে সিআরওয়াই২এবি ৮-এন্ডোটক্সিন তৈরি করতে দেয় যা পেটেন্ট করা উদ্ভাবনের দাবি দ্বারা ২৫-২৭ দ্বারা সুরক্ষিত। বিষয় পেটেন্ট ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েন্সিস স্ট্রেন সিআরওয়াই২এএ এবং সিআরওয়াই২এবি নামক দুটি জিনের বিকাশ দাবি করে। প্রতিটি জিন ক্রম কীটনাশক বৈশিষ্ট্য সহ প্রোটিন সংশ্লেষ করার ক্ষমতার জন্য পরিচিত।

২১. বাদীদের দাবির পেটেন্ট না থাকা ছাড়াও বিবাদীদের যুক্তি হল, তারা পেটেন্ট অধিকার লঙ্ঘন করেনি, যদি থাকে, যেমনঃ

"ক) নুজিভেদু ট্রান্সজেনিক বি. টি. তুলার বীজের পাশাপাশি তাদের মালিকানাধীন তুলার জাতের বীজ বপন করেছিলেন।

খ) ট্রান্সজেনিক বি. টি. তুলোর বীজ এবং নুজিভিডুর জাতের বীজ থেকে বিভিন্ন গাছ পাওয়া যায়, যা ফুল ফোটার পর্যায়ে ক্রস-পরাগায়িত হয়।

গ) নুজিভিডুর তুলো জাতের তুলো ফলগুলিতে তুলো বীজ ছিল, যা মালিকানাধীন সংকর (বি. টি. তুলো সংকর ")বহন করছিল

ঘ) নুজিভেদু নবগঠিত বি. টি. তুলো সংকর জাতের ব্যাপক কৃষিগত মূল্যায়ন পরীক্ষা চালিয়েছে যাতে কৃষকদের কাছে এগুলির উপযোগিতা নিশ্চিত করা যায়।গ

ঙ) নুজিভেদু পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬-এর অধীনে জিইএসি-র অনুমোদন পেয়েছিলেন প্রতিটি নতুন বি. টি. সুতি সংকরের বাণিজ্যিক মুক্তির জন্য যা অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের পরে সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং তারপরে ব্যাপক পরিমাণে উত্পাদিত হয়েছিল এবং কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

২২. আপাতদৃষ্টিতে, বিবাদীদের পাল্টা দাবি কখনই বিদ্বান একক বিচারক দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি কারণ কেবল একই বিষয়ে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বাদীরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে আবেদন পছন্দ করেছিলেন-লাইসেন্স ফি/বৈশিষ্ট্য মূল্য ইস্যুর বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ত্রাণ, সি এখন বাদীদের দ্বারা স্বীকার করা হয়েছে। আমরা ডঃ সিংভির জমা দেওয়া প্রত্যাখ্যান করার কোনও কারণ দেখছি না যে এটি কেন বাদীরা একটি বিদ্যমান পেটেন্টের সংক্ষিপ্ত রায় দিতে সম্মত হত এবং কোনও যোগ্যতা বিচার ছাড়াই এটি হারানোর ঝুঁকি রাখে। বিবাদীরা নিজেরাই

আমি তাদের আবেদনে যুক্তি দিয়েছিলাম যে বিষয়গুলি জটিল ছিল যার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারে বিশেষজ্ঞ প্রমাণ বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাই ডিভিশন বেঞ্চের উচিত ছিল এই প্রশ্নের মধ্যে তার রায় সীমাবদ্ধ করা যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদান ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায্য কিনা। ডিভিশন বেঞ্চের উচিত ছিল না পাল্টা দাবিটি পরীক্ষা করা যা একক বিচারকের এখতিয়ার দখল করে প্রক্রিয়া দাবির অসমর্থতা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। প্রযুক্তিগতভাবে জটিল মামলার সংক্ষিপ্ত রায়, যার জন্য বিশেষজ্ঞ প্রমাণের প্রয়োজন হয়, যেভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তা অবশ্যই আইনে কাম্য বা অনুমোদিত ছিল না। এই মামলায় পেটেন্টযোগ্যতা এবং পেটেন্ট বাদ দেওয়ার বিষয়ে আইন ও তথ্যের জটিল মিশ্র প্রশ্ন জড়িত ছিল যা প্রমাণের ভিত্তিতে মামলায় পরীক্ষা করা যেতে পারে।

২৩. আইনের ৬৪ ধারায় একটি মামলার পাল্টা দাবির ভিত্তিতে পেটেন্ট প্রত্যাহারের বিধান রয়েছে। এটি অবশ্যই মামলা এবং পাল্টা দাবির বৈধ বিবেচনাকে আইন অনুসারে অনুমান করে এবং কেবল পাঠ্য বইয়ের ভিত্তিতে বিমূর্ত বিবেচনার মাধ্যমে প্রমাণ ছাড়াই সংক্ষিপ্ত বিচার নয়। দেওয়ানি কার্যবিধি ৯ ধারার অধীনে দায়ের করা মামলাটি কীভাবে বিবেচনা ও বিচার করতে হবে সে সম্পর্কে একটি বিশদ পদ্ধতি সরবরাহ করে, পাল্টা দাবি সহ। কোডটি বিষয়গুলির নিষ্পত্তি, পরীক্ষা এবং পক্ষগুলির দ্বারা সাক্ষীদের ক্রস পরীক্ষার মাধ্যমে একটি পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করে, যার মধ্যে নথি আবিষ্কার/পরিদর্শন সহ, মামলা এবং ডিক্রি শুনানিতে শেষ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও মামলা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে কেবলমাত্র আদেশ ১২ বিধি ৬-এর অধীনে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বা যখন পক্ষগুলি আদেশ ১৬ বিধি ১-এর অধীনে ইস্যুতে না থাকে এবং এতে উল্লিখিত অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে কোনওটিই এখানে প্রযোজ্য নয়। তাই আমরা সন্তুষ্ট যে ডিভিশন বেঞ্চের কেবল পাবলিক ডোমেইন থেকে প্রাপ্ত নথির উপর নির্ভর করে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে মামলাটি নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল না, এমনকি মামলায় প্রদর্শনী হিসাবে দায়ের করা হয়নি, বর্তমান মামলার তথ্যে বিশেষজ্ঞ সাক্ষীদের পরীক্ষাও অনেক কম। এই বলে কোনও লাভ নেই যে উত্থাপিত বিষয়গুলি জটিল ছিল যার জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া, জৈব রাসায়নিক, জৈব প্রযুক্তিগত এবং মাইক্রো-বায়োলজিকাল প্রক্রিয়াগুলির বিষয়ে প্রযুক্তিগত এবং বিশেষজ্ঞ প্রমাণের প্রয়োজন ছিল এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে একবার ঢোকানো নিউক্লিক অ্যাসিড সিকোয়েন্স বৈশিষ্ট্যটি সেই জাত থেকে অপসারণ করা যেতে পারে কিনা এবং পেটেন্ট করা ডিএনএ সিকোয়েন্সটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের একটি অংশ ছিল কিনা ইত্যাদি আবার সমস্ত বিষয় যা মামলার চূড়ান্ত শুনানিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল।

২৪. আলকা গুপ্ত বনাম নরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, (২০১০) ১০ এস. সি. সি ১৪১-এর ৯ নং ধারার অধীনে যে পদ্ধতিতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তা বিবেচনা করার জন্য নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ-

> "২৭. দেওয়ানি কার্যবিধি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির একটি সম্পূর্ণ সংকলন-সহ-গণনা ছাড়া আর কিছুই নয়-একটি আদালতের কার্যধারার প্রসঙ্গে। কোড ১-এর পুরো উদ্দেশ্য হল যথাযথ পর্যায়ে যথাযথ সুযোগ সহ একটি আদালত দ্বারা একটি রায় পরিচালনা করা হয় তা নিশ্চিত করা।। কোড দ্বারা পরিচালিত একটি দেওয়ানি কার্যধারা আইন এবং কোডের বিধান অনুসারে এগিয়ে নিতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আদালতের ইচ্ছার ভিত্তিতে নয়। মামলাগুলির বিচারে কোনও শর্টকাট নেই, যদি না সেগুলি আইন দ্বারা সরবরাহ করা হয়। একটি দেওয়ানি মামলা সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিষয়গুলি তৈরি করার পরে এবং পক্ষগুলিকে বিষয়গুলিতে প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার বিচারের পরে, যেখানে কোড বা অন্য কোনও আইন ব্যতিক্রম করে বা কোনও ছাড় দেয় এমন ক্ষেত্রে ব্যতীত।
>
> .....
>
> ৩০. কিন্তু যেখানে বিষয়গুলির নিষ্পত্তির জন্য সমন জারি করা হয়েছে এবং একটি প্রাথমিক বিষয় বিবেচনার জন্য একটি মামলা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, সেখানে আদালত বাদীদের কথিত আচরণ, দাবির স্থায়িত্ব, শক্তি ও বৈধতা এবং নথির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিচ্যুতি ছাড়াই তদন্ত করতে পারে না এবং সেই ভিত্তিতে একটি মামলা খারিজ করে দেয়। শুধুমাত্র যুক্তি এবং নথির উপর ভিত্তি করে সত্যের বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি মামলা শর্ট সার্কিট করা যায় না।
>
> ৩১. এই ক্ষেত্রে, বিদ্বান একক বিচারক সত্যের প্রশ্নগুলির বিচার করেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং জেরা দ্বারা পরীক্ষিত প্রমাণ ছাড়াই একটি রায় দিয়েছেন... "

২৫. ডিভিশন বেঞ্চের উচিত ছিল শুধুমাত্র একক বিচারপতির দেওয়া নিষেধাজ্ঞা আদেশের বৈধতা পরীক্ষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা। কিন্তু আমরা সেই উদ্দেশ্যে বিষয়টি ডিভিশন বেঞ্চের কাছে ফেরত পাঠাতে আগ্রহী নই কারণ আমরা মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট যে একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা ত্রাণের প্রকৃতি যথাযথ ছিল এবং মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন কোনও হস্তক্ষেপের যোগ্য নয়।

২৬. ডিভিশন বেঞ্চ-এর আদেশ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। একক বিচারপতির তারিখ ২৮.০৩.২০১৭-এর আদেশ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং মামলা ১-কে আইন অনুসারে নিষ্পত্তির জন্য শিক্ষিত একক বিচারকের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। জড়িত প্রশ্নের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা আশা করি যে পক্ষগুলি সিদ্ধান্তের দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শিক্ষিত একক বিচারককে সহযোগিতা করবে এবং সহায়তা করবে।

২৭. আবেদন এবং হস্তক্ষেপের আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu